গুড়িয়ার খেলাঘর

সসীম কুমার বাড়ৈ

দাওয়ার পাশে ক্ষয়ে যাওয়া ইটের খুঁটিতে হেলান দিয়ে বসে আছে গুড়িয়া। রাত দুই প্রহরের বেশী। শুক্লপক্ষের নিবু নিবু আকাশ। গোয়ালে একটা মোষ জেগে আছে। খচ্‌মচ্‌ জাবর কাটার শব্দ। অনেক কথাই উগরে আসছে গুড়িয়ার। জীবনে এত গভীরভাবে তিনপক্ষের উপস্থিতি অনুভব হয়নি আগে কখনও। সব সমস্যার সমাধান যদি মৃত্যুতেই হতো, কত সহজ হয়ে যেত সব। পোয়াতি পেটে হাত দিয়ে গুড়িয়া বুঝতে পারছে তা হবার নয়। আল্লার দেওয়া জীবন নেওয়ার অধিকার তার নেই। কোন সিদ্ধান্তই নেওয়ার অধিকার তার নেই। এমন কি আত্মহত্যারও। যারা মরে, অনেক কিছুর প্রতিকার চেয়েই মরে। কিন্তু কে তার খোঁজ রাখে। পেটেরটা না এসে গেলেও হয়ত চরম সিদ্ধান্ত নেওয়া যেত। গুড়িয়ার কোন ইচ্ছা থাকতে নেই। গুড়িয়া একটা পুতুল।

–গুড়িয়া! – গুড়িয়া! জামাল লুঙ্গি ঠিক করতে করতে অন্ধকার ঘর থেকে উঠোনে বেরয়। এক চিলতে উঠোনে। এই মফস্বল শহরে উঠোন এখনও লন হয়ে ওঠেনি। উঠোনটা আগে খানিকটা বড় ছিল। পাঁচ ভাইয়ে খুপড়ির মতো ঘর করে যে যার মতো থাকে। পুরানো ঘরটায় এখনও বাবা মা থাকে। এই উঠোনটুকুও যাবে কোন দিন। কাচ্চা বাচ্চা নিয়ে কেউই খুপড়িতে এটে উঠতে পারছে না। জামাল গুড়িয়ার গা ঘেসে বসে। গুড়িয়ার মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে বলে-একটু ঘুমাতে পারলে না বিবি। গুড়িয়া অন্যদিকে মাথা ঘুরিয়ে নেয়। ভেসে আসে একটানা জাবর কাটার শব্দ।আর মোষের লেজ নেড়ে মশা তাড়ানোর শব্দ। জামাল গুড়িয়ার হাত ধরে বলে- চলো ঘুমাবে।

–না,আমার ঘুম আসছে না। তুমি যাও।

–আমারও ঘুম আসছে না। উচু বালিশটা মনে হচ্ছে তোমার পোয়াতি পেট। বালিশটার মধ্যে কেমন যেন ধুক ধুক। ঠিক যেমন তোমার পেটের মধ্যে কচি ছাওয়ালটার শব্দ। জামাল পোয়াতি পেটে আলতো করে হাত রাখে। গুড়িয়া জামালের হাতটা শক্ত করে চেপে ধরে–হ্যাগো,আমরা পালিয়ে যেতে পারি না?

–পালিয়ে! কোথায়?

–দুনিয়ায় একটুও জাগয়া নেই,যেখানে তৌফিকের চোখ যাবে না। তোমার ল্যাড়কা-ল্যাড়কি নিশ্চিন্তে জন্মাতে পারে।

–চুপ করো বিবি। খোদার বিধানের বিরুদ্ধে এসব কথা বলা গুস্তাফি। পাক জেলও ধরে রাখতে পারেনি তৌফিককে। আমাদের মতো বান্দাদের খুঁজে বের করতে পারবে না,তা কখনও হয়? জামাল ভীরু শিশুর মতো আঁকড়ে ধরে গুড়িয়াকে।

বিধান! বিধান! সেই দুপুর থেকে শুরু হয়েছে খোদার নামে বিধানের খেলা। অনেক মাথা মিলে হাদিশ কোরানের চুলচেরা ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। উপস্থিত অঞ্চলের মহিলা সরপঞ্চ অঙ্গরা সিং। তার স্বামী বিষান সিং। গ্রামের বেশী ভাগ লোক বিষান সিংকেই সরপঞ্চ বলে জানে। এ দেশে অঙ্গরা সিং, রাবরিরা দাদার খরমের মতো। আর আছে মুফতি, মওলা, মাতোয়ালীর মতো অনেকে। দাওয়ার এক কোনে

গুড়িয়া গুটি সুটি মেরে বসে আছে। গুড়িয়া জানে মাতব্বরদের সামনে কথা বলতে নেই। নেই কোন ইচছা থাকতে। যার পুতুল সে-ই তাকে নিয়ে খেলবে।

হাফিজ মাওলা সবার চেয়ে প্রবীন। সাদা পাকা চুল দাড়ি,ইসলামী আইনে বিজ্ঞ। সালিশী তাকে বলতে বলে। তিনি শুরু করেন এভাবে–দ্যাখেন প্রধান সাহেব, সবার উপরে আমাদের শরিয়তি আইন কানুন। সমাজের হালাল বজায় রাখতে হলে তা আমাদের মান্যি করতেই হবে। খোদের আইনের উপরে তো আমরা কেউ নই। গুড়িয়া বহিনের দ্বিতীয় নিকাটা মোটেই বিধি সম্মত নয়। হালাল না হলে মেনে নিই কি করে। তাছাড়া তৌফিক ও তাকে তালাক দেয়নি।

জামাল মৃদুস্বরে বলার চেষ্টা করে–আপনারাই তো বিধান দিয়েছিলেন, তিন বছরের বেশী নিরুদ্দেশ থাকলে তাকে মৃত বলে ধরে নেওয়া হয়। আল্লার ইচছায় মৃতের বেওয়া আবার নিকা করতে পারে। হুজুর আপনার সম্মতি নিয়েই আমাদের নিকা হয়েছিল।

ইয়াকুব মিঞা জামালকে থামিয়ে দেয়–তুমি থামো জামাল। হাফিজ হুজুরের মুখে তুমি হাদিশের বাইরে কোন নিদান পাবে না। আর তৌফিক জল জ্যান্ত মানুষটা ফিরে এলো। তার বউ ফিরিয়ে পাবার দাবী তুমি অস্বীকার কর কি করে। তুমি ব্যাটা মানুষ, তোমার মাইয়া ছেলের অভাব হবে? প্রধান সাহেব কি কন।

প্রধান অঙ্গরা সিং তার স্বামীর দিকে তাকিয়ে আছে। বিষান সিং ইয়াকুব মিঞাকে সমর্থন করে–হ জামালভাই,আগে সমাজ, তারপর ব্যক্তির ইচছা অনিচছা। মওলা সাহেব কি আর না জেনেশুনে এ নিদান দিয়েছেন। আমরাও চাই আপনাদের সমাজের আইন কানুন বজায় রেখেই সবার উন্নতি। মহিলা প্রধান তার স্বামীর পাশে চিত্রবৎ বসে। মাঝে মাঝে পুতুলের মতো ঘাড় নেড়ে যাচেছ। ঘোমটার আড়ালে ফেটে যাচেছ গুড়িয়ার বুক। তার ধারনা ছিল জামাল চিৎকার করে বলবে –মানি না আপনাদের বিধান। যে নিকায় আপনারাই মত দিলেন, কলমা পড়ালেন, পাত পেতে বিরয়ানী খেলেন, আর এখন বলছেন– যেহেতু কাজির কাছে কলমানামা লেখা হয়নি, তাই তৌফিকেরই হক আছে বউ ফিরে পাওয়ার। কিন্তু না জামাল অনেক আগেই মিইয়ে গেছে। সালিশি সভার নিস্তব্ধতা

ছাড়খার করে দিচেছ গুড়িয়াকে। নিঃসঙ্গ ঘরে টিকটিকি ডাকার শব্দ। টিক্ টিক্ -----। হাফিজ মওলা সাদা দাড়িতে হাত বোলাতে বোলাতে দেখছেন মানুষের ভক্তিশ্রদ্ধা। গুড়িয়া ডুকরে কেঁদে উঠে–সব ভুল। সভার মুরব্বিরা তাকে সান্ত্বনা দেয়–আল্লার দোয়া মাগো বহিন। আল্লা তোমার মঙ্গল চাইছেন। ইনসাল্লা, আমরা তোমার সাথে আছি।

উলম্বরেখার মতো বেড়ে যাচেছ তৌফিকের স্মৃতি–বরের বেশে তৌফিক। ও নওসা মিঞা। নওসা মিঞা, দিল লে জায়েঙ্গে দুলহানিয়া। তের দিনের জোয়ারে ভাসানো তৌফিক। যুদ্ধক্ষেত্রে মৃত তৌফিক। যুদ্ধ পালানো দেশদ্রোহী তৌফিক। বীরের বেশে ফিরে আসা দেশপ্রেমী তৌফিক। তৌফিকের এখন কি নেই- টাকা-পয়সা, মান- মর্যাদা। হায় আল্লা, নগন্য গুড়িয়াকে উদ্ধার করতে না পারলে নাকি মর্যাদা হানি হবে। তবু তৌফিকের এতো রং মিশে কিছুতেই সাদা হচেছ না গুড়িয়ার মনে। সে শাদির তের দিনের মাথায় শরীরের বাঁধ ভেঙে দিয়ে চলে গেল কার্গিল যুদ্ধে। প্রতিদিন মনে মনে বার্তা পাঠাত গুড়িয়া ফিরে এসো তৌফিক। যুদ্ধ যদি করতেই হয়, তা কর শরীরের সাথে। গোপনে গোপনে উষ্ণ হয়ে যেত গুড়িয়া। উষ্ণতা অলক্ষ্যে কার্গিল বরফে ঢাকা পড়তে লাগল আস্তে আস্তে।

জুম্মা বারের বিকালে মসজিদ থেকে ভেসে আসছিল আজানের ধ্বনি– আল্লাহু আকবর। খবর এলো তৌফিক নেই। গুড়িয়ার সারা শরীর জুড়ে তখনও তৌফিকের শরীরের গন্ধ। ওইটুকুই তো চেনা মানুষটার। মৃত্যুতে তবু একটা সমাধান ছিল। বীর শহীদের স্ত্রীর মর্যাদা। অথবা আর একটা নতুন বন্ধন। কিন্তু তিন দিনের মাথায় বাড়িতে ভারী বুটের শব্দ তৌফিক কার্গিল থেকে পালিয়েছে। যুদ্ধক্ষেত্র পালানো আসামী। দেশদ্রোহীর বিরুদ্ধে হুলিয়া জারি হয়েছে। কোর্ট মার্শাল হবে। গুড়িয়ার ছোট্ট জীবন দিয়ে অনুভব করে মানুষ চোখে কত ভাষায় কথা বলে। কৌতুক , ঘৃণা , লোভ। ঘৃণা দেশদ্রোহী সৈনিকের স্ত্রীর প্রতি। নারী খাদকদের লোভ গুড়িয়ার শরীরের গন্ধে। তবু গুড়িয়া রোজ দরজা খুলে শোয়– পালাও , পালাও তৌফিক। মানুষ না মেরে পালাও। না মরে পালাও। উষ্ণ বুকের আঁচল দিয়ে লুকিয়ে রাখব তোমাকে। তিন বছর ধরে আগল খুলে রাখতে রাখতে চোখে আর একটুও জল নেই গুড়িয়ার।

আশ্রিত কুকুরটা অনেকক্ষণ ঘেউ ঘেউ করে ঘুমাচেছ নিশ্চিন্তে। কুকুর কুন্ডলীতে ঢোকানো মুখ। শুক্লপক্ষের শেষ রাতের অন্ধকার মুড়ে দিয়েছে পুরো মহল্লা। গ্রাম ভাঙা ঘিঞ্জি মফস্বল শহরের মহল্লা। ছড়ানো ছিটানো দু'একটা রাস্তার বাল্ব টিমটিম করছে। খাটিয়ায় ঠায় বসে জামাল গুড়িয়া। গুড়িয়ার মাথায় এখনও ঘুরছে প্রশ্নটা , অঙ্গরা বহিন প্রধান হোক আর নাই হোক , মেয়ে তো। চিমটি কাটলে একই রকম ব্যাথা লাগে। পেটে সন্তান এলে দশ মাস বয়ে বেড়াতে হয়। সে অন্তত বলতে পারত এ হয় না। পেটে জামালের পোলাপান নিয়ে আবার কি করে ফিরে যাবে আগের স্বামীর ঘরে। গুড়িয়ার ইচছা হয়েছিল – ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রধানের উপর। কামড়ে আচস্রে ফালা ফালা করে দেয় তার শরীর। একটা মেয়ে হয়েও মেয়ের যন্ত্রণার একটুকুও শরিক হবে না। বুঝবে না – তৌফিক এখন আর তার কেউ নয়। তিন বছর ধরে তৌফিকের ছায়ার সাথে লড়তে লড়তে জামালই তার খড়-কুটো। আর তৌফিকের এখন সব আছে। গোটা রাষ্ট্র যন্ত্র তার সাথে। গুড়িয়ার চোখ লগ্ন হয়ে

আছে ইজলের মতো জামালের দিকে। জামাল রেডিও টিভির শরীরে জট পাকালে ছাড়াতে পারে। তার মেকানিক মাথায় ফতোয়া তোলার কোন সার্কিট নেই। পুরো স্ক্রিন জুড়ে সাদাকালোয় লাফালাফি।

অনেকক্ষন চুপ থাকার পর জামাল হঠাৎ বলে – আমাদের নিকাটা না হলেই ভাল হতো। তুমি চলে যাবে। আমার আর কি থাকল।

– তোমার বাচ্চা ?

– কেন শুনলে না , মাতব্বররা বলল – বাচচা যেহেতু তৌফিকের ঘরেও জন্মাবে , বাচচাও তার। তৌফিক রাজি হয়েছে বাচচার দায়িত্ব নিতে।

– তুমি চুপ করে থাকলে কেন ?

– খোদার বিধানেই নেই , আমার কথা ওঁরা শুনবে কেন। কষ্ট কি আমার কম হচেছ বিবি। তুমি কি ভাব আমি যন্ত্র সারাতে সারাতে যন্ত্র হয়ে গেছি। তোমাকে শাহবানু আপার কথা বলেছি না , সবাই আমাদের সমাজের নামে দোহাই দেয়। জানো বিধানেরও একটা মোহ আছে। ওসব থাক , চলো শেষ রাতটুকু ঘুমাবে। সকাল সকাল ওরা তোমাকে নিতে আসবে। জামাল আসমানের দিকে তাকিয়ে কথাগুলো বলছিল। আকাশটাই যা বড়। গুড়িয়া চোখের সামনে পরিষ্কার দেখতে পাচেছ তৌফিক মহা ধূমধাম করে ফিরিয়ে নিয়ে যাচেছ তাকে। সাজানো গুছানো ঘোড়ার গাড়ি। টগবগ করে ছুটছে যেন যুদ্ধ জয়ের ঘোড়া। রাস্তার দু'ধারে কৌতুহলী জনতা। কেউ কেউ আনন্দে উদ্বেল তওবা , তওবা। তৌফিক ভাই দেখিয়ে দিল মর্যাদা কি করে আদায় করে নিতে হয়। তৌফিকের মুখে চওড়া হাসি। পাশে ঘোমটার মধ্যে গুটিয়ে যাওয়া শামুকের মতো গুড়িয়া।

– মিঞা তোমার মনে পড়ে তৌফিক যেদিন পাকিস্তানের জেল থেকে ফিরে এলো ওয়াঘা বর্ডার দিয়ে , সেদিনের কথা ?

– আমিই তোমাকে তৌফিক ভাইর খবরটা প্রথম দিয়েছিলাম। দু' দিন আগে পেপারে বেরিয়েছিল তার বেঁচে থাকার কথা , তার সাহসের কাহিনী। জীবনের ঝুঁকি নিয়ে কিভাবে পাক সেনাদের ফ্রন্টের মধ্যে ঢুকে পরেছিল। মরে যাওয়া মানুষটার বেঁচে ওঠার কাহিনী।

–তোমার একটুকুও ভয় করেনি তখন।

–কিসের ভয়। তৌফিকভাই-র জন্য আনন্দ হয়েছিল। এই পুঁতি গন্ধময় মহল্লাটাকে কে চিনত। তৌফিকভাইর জন্য আজ সবাই চেনে। তখন ইচছা হতো ওকে একটু ছুঁয়ে দেখি আসমানের মানুষ , না বেহেস্তের পীর ফেরেস্তা।

আনন্দের কথা মনের মধ্যে চেপে রেখেছিল গুড়িয়া। সে কি উওেজনা। ওয়াঘা বর্ডার দিয়ে ঢুকছে তৌফিক , উজির নাজির কে নেই সেখানে। মুখ ঝলসে উঠছে ফ্লাস গানের আলোয়। দেশ বিদেশের টিভিতে শুধুই তৌফিক। গোপন আনন্দ সবার সাথে ভাগ করতে পারেনি গুড়িয়া। দরজার আড়াল থেকে সারাক্ষনই দেখেছে তৌফিকের রাজকীয় প্রত্যাবর্তন। গুড়িয়া নিজের গায়ের সাথে নাক ঘষেছিল – তের দিনের গন্ধ আছে নাকি। না ভারী শরীরে শুধুই জামালের সন্তানের গন্ধ। বর্ডার পেরিয়েই তৌফিক তার ভাবীর কাঁধে মাথা রেখে শিশুর মতো জিজ্ঞেস করেছিল

– গুড়িয়া আসেনি কেন। দরজার আড়ালে গুড়িয়ার সংসার তখন ভাঙছে। শীতল শরীরের স্পর্শে পেটের দশ্যিটাও যেন থ্ মেরে গেছে।

এক নাগাড়ে বসে থাকায় গুড়িয়ার শরীর আর বইছে না। কোমরের পাশটা টনটন করছে। বেশী কষ্ট পেটেরটার। ঘামিয়ে যাচেছ গুড়িয়ার শরীর। গুড়িয়া ধরা গলায় জামালকে অনুরোধ করে – শোন কুট্টিটা কেমন যন্ত্রনায় কাতরাচেছ। একটা শেষ চেষ্টা করে দেখলে হয় না গো।

– আমার কোনো ক্ষমতা নেই মওলার ফতোয়ার বিরুদ্ধে লড়ার । জামালের অসহায় গলা।

– না না , আমি ও সব বলছি না। তুমি তৌফিককে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দেও। আর যেন এক দিনের জন্যও সূর্যের মুখ দেখতে না পায় – চাপাস্বরে গুড়িয়ার মরিয়া ভাব।

– আঃ! বল কি ?

– দেখি , তোমার বুক। লোমশূন্য বুক হলে তোমার মধ্যে সীমারের মতো নিষ্ঠুর রুক্ষতা আছে। গুড়িয়া অন্ধের মতো হাতড়ে যাচেছ জামালের বুক। হায় হাসান! হায় হোসেন! এখানে সীমার নেই। নেই তার ধারালো তলোয়ার। দূর থেকে ভেসে আসছে ফজরের আজান আল্লাহু আকবর। জামালের বুকে গুড়িয়ার চোখের জলে ঘোর বর্ষা। বুক জোড়া সবুজ চারার ধান ক্ষেত। পাতায় পাতায় উথালি পাথালি। তখন আল ধরে মালিকের মতো হেঁটে যাচেছ তৌফিক।

লেখক পরিচিতি: *কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হতে লোক প্রশাসনে স্নাতকোত্তর করে বর্তমানে ভারত সরকারের অধীনে চাকুরীতে ন্যস্ত। সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতার চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে তিনি লেখালেখির অনুপ্রেরণা পেয়ে থাকেন।*